দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ...

১৮ ই আষাঢ় ১৩৯৪ বঃ

001

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: শুক্রবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৯৪: ৩রা জুলাই, ১৯৮৭

এসএসসির ফলাফল

দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার-ফল বেরিয়েছে। চার বোর্ডের গড় পাসের হার ষাট শতাংশের কাছাকাছি। দেশের সার্বিক শিক্ষাপরিস্থিতি এবং পরীক্ষা ও ফলাফলের প্রচলিত ধারায় পাসের এ হারকে সন্তোষজনক নয় এমন বলা চলে না। পরীক্ষার্থীদের গরিষ্ঠ অংশ ও তাদের অভিভাবকেরা অন্তত আজ আনন্দিত। এদের এই সাফল্য বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী সবাইকে আমাদের অভিনন্দন।

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পাসের হার মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে চারটি বোর্ডের ফলাফলে বেশ তারতম্য আছে। এ তারতম্য কিভাবে গৃহীত হবে। এটা কি মেধার বৈষম্য নাকি পরীক্ষা পদ্ধতি ও তার প্রয়োগের হেরফেরজাত? এ প্রশ্নটির গুরুত্ব অন্যত্র নিহিত। পাস করাদের মধ্যেও অবস্থানগত তারতম্য আছে। মেধা তালিকায় ঠাঁই পাওয়া পরীক্ষার্থী আর তৃতীয় বিভাগ পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। এ দূরত্ব মেনে নিলেও প্রশ্ন থাকে মধ্যবর্তীদের নিয়ে। পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রয়োগে যদি বৈষম্যের অবকাশ থাকে সেক্ষেত্রে এই শ্রেণী নির্ণয় কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

সর্বোচ্চ পাস সম্ভব হয়েছে যে বোর্ডে সেখানেই দেশের সকল মেধাবী ছাত্রের সমাবেশ ঘটেছিলো এ যেমন গ্রহণ করতে বাধে, তেমনি ব্যক্তি পরীক্ষকের রুচি আর মেজাজ যেখানে মূল্যায়নকে অহরহ প্রভাবিত করে সে পরীক্ষায় গোটাকয় নম্বরের তারতম্য একটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এমনটা মানতেও মন চায় না। এ কথাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে। ফল নিয়ে তৃপ্তির ঘোর কাটতে সময় লাগবে না। শিক্ষার্থী আর অভিভাবক সবাইকে পরবর্তী পর্যায়ের দুশ্চিন্তা কাটানো আর সমস্যা সমাধানে অনতিবিলম্বেই তৎপর হতে হবে। শিক্ষাজীবনের একটি পর্যায় শেষ করে কৃতীদের এবার নতুন ধাপে ঠাঁই করে নিতে হবে। এসএসসির ফল এই নতুন ধাপ তথা কলেজে ভর্তির সময় কতোটা কাজে আসবে কিংবা কতোটা নির্ভর করা হবে এর উপর সেটাই এ মুহূর্তের বড় প্রশ্ন।

ভর্তির এ সমস্যা সামনে আছে বলেই পরীক্ষা বা মূল্যায়নের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি অতো বড় হয়ে উঠেছে। বিষয়টি তার গুরুত্বের জন্যেই সতর্ক বিবেচনার দাবী রাখে। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে যেখানে প্রশ্নের অবকাশ আছে, সেখানে একটি তরুণের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ফলাফলকেই চূড়ান্ত নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। খণ্ডিত করা চলে না পছন্দসই বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের অধিকার। বিশেষ সাফল্যের উচ্চমর্যাদা স্বীকার করেও পর্যায়শেষের পরীক্ষায় পাস করাকেই পরের পর্যায়ে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার গণ্য করা এবং এ অধিকারের সুযোগ নেয়ার পথ সহজ করে তোলা অসম্ভব হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। একই যুক্তিতে পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের বিষয়টিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত।